রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৯৫

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১শে ভাদ্র ১৪০২/৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

এস, আর, ও, নং ১৫৯-আইন/৯৫—বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ২৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, সরকার এর পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। (১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাধারণ কার্য নির্বাহের পদ্ধতি-মূলক প্রবিধানমালা, ১৯৯২ বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা কমিশনের সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পরামর্শকের প্রতি প্রযোজ্য ও তাহাদের জন্য অনুসরণীয় হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে বলবৎ হইবে।

[টীকা :—এই প্রবিধানমালা পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন কিংবা প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাহা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ২৩ ধারা (বিধান অনুসারে) করা যাইবে।]

২। বিষয় বা প্রসংগ পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪৩ নং আইন) এর ২ ধারা এবং একই আইনের আওতায় প্রণীত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ এর ২ বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ এই প্রবিধানমালার সংজ্ঞা হিসাবে গৃহীত ও প্রযোজ্য হইবে।

মূল্য : টাকা ৩.০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুরোধ ও আবেদনাদির উৎস ও স্বতঃপ্রণোদিত কর্ম

৩। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭ ধারার আওতাধীনে কমিশন সাধারণতঃ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও বণিক সমিতি, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং আমদানীকারক, রপ্তানীকারক, ভোক্তাদের প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তি হইতে ট্যারিফ, ট্যারিফ মূল্য, অ-ট্যারিফ বহির্ভূত কার্যক্রম, দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ, বিদেশ হইতে কম মূল্যে পণ্যাদি আমদানীকরণ বিষয়ে বা এইসবের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে আবেদন ও অনুরোধ বিবেচনা করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় বেনামি আবেদন বা অনুরোধ পত্র সাধারণতঃ বিবেচনা করা হইবে না। ইহা ছাড়া কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২, the Protective Duties Act, 1950 (LXI of 1950) ও অন্যান্য আইন বা সরকারের নির্বাহী নির্দেশক্রমে ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত বা কর্ম পরিধি বা দায়িত্বের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রণয়নের কাজ হাতে লইতে পারিবে।

৪। প্রাপ্ত আবেদন বা অনুরোধে বিবৃত বা কমিশনের কোন বিভাগ বা শাখা কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উত্থাপিত বিষয়ে কমিশন উহার অভ্যন্তরে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিবে। এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের পর বিষয়টি কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যের মাধ্যমে কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে উপস্থাপিত করা হইবে। চেয়ারম্যান উপস্থাপিত বিষয়ে নিম্নবর্ণিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন:

(ক) বিষয়টি তাঁহার বিবেচনায় যথাযথভাবে স্পষ্ট কিংবা জরুরী হইলে তিনি উপস্থাপিত তথ্যাদি বিশ্লেষণের আলোকে এই বিষয়ে কমিশনের অবস্থান, মতামত বা সুপারিশ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিবেন এবং ইহার আলোকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট পরামর্শ দিবেন;

(খ) বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কমিশনের অভ্যন্তরে গভীরতরভাবে বিবেচনা ও কমিশনের সকল বা অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার যোগ্য হিসাবে তিনি মনে করিলে বিষয়টি কমিশনের সভায় উপস্থাপিত করিবার জন্য কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য ও সচিবকে নির্দেশ দিবেন;

(গ) বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আন্তঃমন্ত্রণালয় বা বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য যোগ্য বলিয়া চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রবিশেষে কমিশনের সভা কর্তৃক বিবেচিত হইলে কমিশনের স্থায়ী কমিটিতে তৎসম্পর্কে কমিশনের দৃষ্টিভিত্তিক নির্ধারণ বা সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দিতে হইবে;

(ঘ) বিষয়টি গণগুরুত্ববিশিষ্ট ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনার যোগ্য মনে করিলে চেয়ারম্যান বা কমিশনের সভা বিষয়টির উপর গণশুনানী অনুষ্ঠিত করিবার জন্য কমিশনের সচিবকে নির্দেশ দিবেন;

(ঙ) বিষয়টি সম্পর্কে কমিশন কর্তৃক অধিকতর অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহার কাছে মনে হইলে চেয়ারম্যান বা কমিশনের সভা অনুরূপ অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ বা বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে নির্দেশ দিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের সভা

৫। (১) কমিশনের সভা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ১০ ধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় উপস্থাপিত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর সাধারণতঃ মতৈক্যের ভিত্তিতে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। আলোচনাক্রমে মতৈক্যে পৌঁছাতে না পারিলে সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেওয়া হইবে। এই প্রক্রিয়ায় কোন ক্ষেত্রে সমান ভোট পড়িলে, চেয়ারম্যান অতিরিক্ত একটি ভোট বা কাষ্টিং ভোট দিতে পারিবেন। প্রয়োজনবোধে সদস্য বিশেষ তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। এই উপস্থাপনা প্রক্রিয়ায় কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য কর্মপত্র তৈরীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কর্মপত্র ন্যূনপক্ষে সভার ২৪ ঘন্টা আগে সকল সদস্যের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। এই সকল সভার কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব প্রণয়ন ও রক্ষণ করিবেন।

(৩) এই সকল সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি ক্রম অনুযায়ী সালওয়ারী কমিশনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে এবং উহা, কমিশন কর্তৃক এতদবিষয়ে ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে, জনসাধারণের দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থায়ী কমিটি

৬। (১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ও সংশ্লিষ্ট বিষয় কমিশনকে আলোচনাভিত্তিক, পর্যবেক্ষণমূলক বা বিশ্লেষণাত্মক সহায়তা প্রদান করিবার লক্ষ্যে কমিশনের একটি স্থায়ী কমিটি থাকিবে।

(২) স্থায়ী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

(ক) কমিশনের চেয়ারম্যান	— চেয়ারম্যান
(খ) কমিশনের সদস্যগণ	— সদস্য
(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক)	— সদস্য
(ঘ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(চ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(ছ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(জ) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ১ জন সদস্য	— সদস্য
(ঝ) কমিশনের সচিব	— সদস্য-সচিব।

(৩) উপরোক্ত সদস্যগণ ছাড়াও বিবেচনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধিকে স্থায়ী কমিটির এড-হক সদস্য হিসাবে কমিটির সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া যাইবে।

(৪) স্থায়ী কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কর্মপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য দায়িত্ব পালন করিবেন। কর্মপত্র সংশ্লিষ্ট সভার জন্য ধার্যকৃত সময়ের ন্যূনপক্ষে ২৪ ঘন্টা আগে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

(৫) বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর সাধারণতঃ মতৈক্যের ভিত্তিতে স্থায়ী কমিটি উহার সুপারিশ প্রণয়ন করিবে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। প্রয়োজনবোধে যে কোন সদস্য তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৬) স্থায়ী কমিটির কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে এই সকল কার্যবিবরণী ক্রম অনুযায়ী গ্রন্থনা করিয়া সচিব কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জনমত, গণশুনানী ইত্যাদি

৭। কমিশন কর্তৃক জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গণশুনানী অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুসরণ করা হইবে:—

(ক) গণশুনানীতে কমিশনের চেয়ারম্যান কিংবা তাঁহার অবর্তমানে কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন;

(খ) যে বিষয়ে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হইবে সেই বিষয়ে গণশুনানীর তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিয়া ৩টি জাতীয় দৈনিকে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি কমিশনের সচিবের দস্তখতে জারী ও প্রকাশিত করা হইবে; এই বিজ্ঞপ্তি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার ৭ কর্মদিবস আগে প্রকাশিত হইবে;

(গ) গণশুনানী বিজ্ঞপ্তি জারী ও প্রকাশনার দিন হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্মপত্র গণশুনানীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/শিল্প ও বণিক সমিতি/সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছে তাহাদের তরফ হইতে লিখিত অনুরোধের বিপরীতে বিতরণ করা হইবে; এই প্রক্রিয়ায় কর্মপত্র তৈরীর ব্যয়াংক কমিশন কর্মপত্রের মূল্য হিসেবে আদায় করিতে পারিবে;

(ঘ) গণশুনানীর বিজ্ঞপ্তি জারী ও প্রকাশিত হওয়ার পরে এবং গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে গণশুনানীর বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ তাহাদের লিখিত বক্তব্য ও মন্তব্য কমিশনের সচিবের কাছে পাঠাইতে পারিবেন; গণশুনানীর দিনে এইসব বক্তব্য ও মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ তাঁহারা মৌখিকভাবে উপস্থাপন করিতে পারিবেন; শুনানীর আগে লিখিত বক্তব্য ও মন্তব্য ব্যতিরেকেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি গণশুনানীর দিনে স্ব-স্ব বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপিত করিতে পারিবেন;

(ঙ) চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট গণশুনানীর অনধিক ৩ কর্মদিবসের মধ্যে ঐ গণশুনানীতে উত্থাপিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অনুপূরক বা সম্পূরক লিখিত বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপনার সুযোগ পাইবেন;

(চ) গণশুনানীতে কমিশনের সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত থাকিবেন; গণশুনানীর কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন; সালওয়ারী গণশুনানীর কার্যবিবরণীর অনুলিপি কমিশনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে এবং জনসাধারণের দেখার জন্য সকল কর্মদিবসে উন্মুক্ত থাকিবে;

(ছ) গণশুনানীতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭(২) ধারা অনুযায়ী কমিশন অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি এবং জনমত যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে; গণশুনানীতে কমিশনের চেয়ারম্যান যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট সকলকে তাহাদের বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপন করিবার সুযোগ দিবেন, উত্থাপিত বিষয়ে যদি বির্তকের অবকাশ থাকে কিংবা বির্তকের দাবী উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব সময়ের লভ্যতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে উত্থাপিত বিষয়ে বির্তক পরিচালনার অবকাশও কমিশনের চেয়ারম্যান রাখিবেন;

(জ) গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী অনধিক ১০ কর্মদিবসের মধ্যে উত্থাপিত বিষয়ে বক্তব্য/মন্তব্য কমিশন বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করিয়া উহার প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রণয়ন করিবেন; কমিশন উহার প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রণয়নে গণশুনানীতে উপস্থাপিত তথ্য ও বিষয়াবলী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত তথ্য ও বিবেচনা করিতে পারিবে; প্রণীত প্রতিবেদন ও সুপারিশ যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় বাস্তবায়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শসহ পাঠানো হইবে; প্রতিবেদন ও সুপারিশের অনুলিপি গণশুনানীর কার্যবিবরণী ট্যারিফ কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ও জনসাধারণের দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে;

(ঝ) গণশুনানীর কার্যবিবরণী, শুনানীতে উপস্থাপিত পত্রাদি এবং কমিশনের প্রতিবেদন ও সুপারিশ যথাসময়ে কমিশন প্রকাশ করিবে এবং যথাসম্ভব ব্যয়-মূল্যে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য লভ্য করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান ইত্যাদি

৮। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনার উচ্চতর দায়িত্ব কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য পালন করিবেন। এই ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিনি নিম্নেবর্ণিত সূত্রাদি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন:

(ক) বিষয়টির প্রকৃতি ও গুরুত্বের আলোকে তিনি তাঁহার অধীনস্থ যুগ্ম-প্রধান/উপ-প্রধানকে কি প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ, তদন্ত বা অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা করা হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দিবেন; তাঁহার বিবেচনায় যথার্থ হইলে তিনি এই লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক কর্মকর্তাসহ একটি টিম গঠন করিয়া দিতে পারিবেন;

(খ) অনুরূপভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা টিম যথাসম্ভব শীঘ্র নির্দেশিত কর্ম সমাপন করিয়া তাঁহার/তাঁহাদের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছে দিবেন; এইরূপ কর্ম সমাপন প্রক্রিয়ায় কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে

সংশ্লিষ্ট টিম বা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন ; এই কর্ম সমাপনে অনধিক ১০ কর্মদিবসের বেশী প্রয়োজন হইলে ১০ কর্মদিবসের পরপরই কি কারণে বেশী সময় লাগিবে তাহা উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা টিম সংশ্লিষ্ট সদস্যের অনুমতি চাইবেন; অনুমতি দেওয়ার সময়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য অনুমোদিত অতিরিক্ত কর্ম দিবসের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন; অধিকাংশ বিষয়ে নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা ১০ কর্মদিবসের মধ্যে সম্পন্ন হইবে; অর্পিত কাজ সমাপনের জন্য ২০ কর্ম-দিবসের বেশী সময় প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য চেয়ার-ম্যানের অনুমতি গ্রহণ করিবেন; সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার বিশ্লেষণ/মতামতসহ প্রতিবেদিত বিষয়টি তাঁহার পর্যায়ে নিষ্পন্ন করিবেন বা প্রয়োজন হইলে চেয়ারম্যানের কাছে সিদ্ধান্ত/নির্দেশের জন্য উপস্থাপন করিবেন;

(গ) অনুরূপ নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সুপারিশ বা মতামত যথাসম্ভব সত্বর বাস্তবায়ন বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন

৯। (১) প্রবিধান ৭(জ) বা ৮(গ) এর অধীনে কোন সুপারিশ বা মতামত সরকারের নিকট প্রেরণের সময় কমিশন এইমর্মে অনুরোধ করিবে যে, অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে সরকার যেন উহার সিদ্ধান্ত কমিশনকে অবহিত করে এবং উক্ত সুপারিশ বা মতামত গ্রহণ না করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারণও উল্লেখ করে। কমিশন ও কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মধ্যে দ্বিমতের ক্ষেত্রে, কমিশনসহ আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক বা প্রয়োজনে চূড়ান্ত বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রিপরিষদের অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটির নিকট পেশ করিবার জন্য এবং উক্ত কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিকে প্রেরণের জন্য কমিশন সরকারের নিকট অনুরোধ করিবে।

(২) প্রতি বছর কমিশন সরকারের কাছে দেয় প্রতিবেদনে কোন্ কোন্ মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কমিশনের কি কি সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছে বা না করিয়াছে এবং কি কি সুপারিশের উপর মন্ত্রী পরিষদের অর্থ বিষয়ক কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়াছে তাহা উল্লেখ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

গবেষণামূলক কার্যাবলী

১০। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২, এর ৭ ধারায় বিবৃত কার্যাবলী বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার কাজ কমিশন প্রয়োজন ও সময় অনুযায়ী সম্পন্ন করিবে। এই কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়ার নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতি সাধারণভাবে অনুসরণ করা হইবে :

(ক) প্রতি বছরের জুন ও ডিসেম্বর মাসে কমিশন উহার সভায় সংশ্লিষ্ট ৬ মাসের মধ্যে সমাপনীয় গবেষণামূলক কাজ নির্ধারণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তাহা যথাসময়ে সমাপনের নিমিত্তে তাঁহাদের মধ্যে বিভাজন করিয়া দিবে;

(খ) কমিশনে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তার তরফ হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করিবার প্রস্তাব দফা (ক) তে উল্লেখিত সভায় বিবেচনা করিবার জন্যে উপস্থাপিত করা হইবে;

(গ) গবেষণা কর্মের প্রস্তাব প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবেষণা কর্ম তত্ত্বাবধান ও উপস্থাপনা সমন্বয় করিবার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান একজন সদস্যকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দিবেন;

(ঘ) কমিশনের সভায় সমাপ্ত গবেষণা কর্ম প্রকাশনার্থে প্রকাশনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে কমিশন উক্ত কর্ম সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষককে স্বীকৃতি দিয়া মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে; সকল গবেষণা কর্ম মুদ্রিত বা প্রয়োজনে চিত্রায়িত আকারে কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত করা হইবে; কমিশনের গ্রন্থাগারে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই গবেষণা কর্ম দেখার সুযোগ পাইবেন;

(ঙ) প্রকাশিত গবেষণা কর্মের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বাণিজ্য ও শিল্প সমিতির অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উহাদের নিকট বিতরণ করা যাইতে পারে।

নবম অধ্যায়

অন্যান্য সাধারণ বিধানাবলী

১১। (১) কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাহাকে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে কমিশনের বিভাজিত কাজের আলোকে বণ্টন করিবেন।

(২) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য জব কার্ড প্রস্তুত করা হইবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনে ইপ্সিত দ্রুততা ও উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক সদস্য তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সংগে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে অনানুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হইবেন। এই সভায় বিগত সপ্তাহের কাজের হিসাব এবং পরবর্তী সপ্তাহের কাজের বিভাজন করা হইবে; বিভাজিত কাজ ইপ্সিত সময়ে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে সকল সদস্য, যুগ্ম-প্রধান, সচিব ও উপ-প্রধান অসম্পূর্ণ কাজের তালিকা রক্ষণ ও ব্যবহার করিবেন।

(৩) কমিশনের এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে সাধারণতঃ কোন পত্র লেখা হইবে না; প্রয়োজনবোধে এক বিভাগের কর্মকর্তা অন্য বিভাগের কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করিয়া সমস্যার সমন্বয় করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট নথিতে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) কমিশনের কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নিকট অনানুষ্ঠানিক পত্র লেখার ব্যাপারে সহকারী প্রধান এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ কমিশনের তরফ হইতে আনুষ্ঠানিক পত্র লেখার বা কমিশনের অবস্থান জানানোর জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে (Authorised Officer) বিবেচিত হইবেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে চিঠি গবেষণা কর্মকর্তা পদস্থ কর্মকর্তাগণ লিখিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনের সকল কর্মকর্তা টাইপ রাইটার ও কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী হইবেন। এই লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে। কমিশনের উচ্চতর কর্মকর্তাবৃন্দ নবনিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করিবেন। কমিশনের কোন বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখায় কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্ত বা বদলি হইয়া আসিলে ঐ বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাহাকে ঐ বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখার কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত করিবেন।

(৬) কমিশনের কর্মকর্তাদিগকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, বাংলাদেশ ব্যাংক, উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ কোম্পানী এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী হাতে নেওয়া যাইতে পারে। ইহাছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদিগকে কমিশনের অনুসন্ধানের আওতায় নির্বাচিত কৃষি উৎপাদন ইউনিট ও শিল্প ইউনিটে পাঠানোর সুযোগ ও সুবিধাদি দেওয়া হইবে।

(৭) নতুন গবেষণা পদ্ধতি বা গবেষণার নির্যাস সম্পর্কে কমিশনের কর্মকর্তাদিগকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে কমিশন সময়ে সময়ে সেমিনার, আলোচনা ও কর্মশালার আয়োজন করিবে; ইহাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত অনুসন্ধান বা গবেষণামূলক কর্ম উপস্থাপনার আয়োজনও কমিশন করিবে।

(৮) কমিশনের সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সার্বিকভাবে টিম হিসাবে যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন; এই প্রেক্ষিতে কমিশনের যে কোন কাজ সমাপন করিবার দায়িত্ব যে কোন কর্মচারী-কর্মকর্তাকে দেওয়া যাইতে পারে।

(৯) কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনসাধারণের সহিত সুশীল ব্যবহার করিবেন ও নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়িয়া তুলিবেন ও প্রসারিত করিবেন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের আদেশক্রমে

আবদুল হামিদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।